বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 14 APR 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

2

14 APR 1989

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

14 APR 1989

দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবী অনেক আগে থেকেই জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা বা বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এ কারণে দেশে প্রতি বছর শিক্ষার হার বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পাচ্ছে। এটা আমাদের জাতীয় জীবনে একান্তই লজ্জার বিষয়। তবে দেশের বিভিন্ন সংগঠন মাঝে মধ্যে আলোচনা সভার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবীটিকে নতুনভাবে উত্থাপন করে থাকে। সম্প্রতি কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক একটি ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্মশালাটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউনিসেফ ও সুইডিশ সাহায্য সংস্থা সিডার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা আগামী '৯১ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে তোলার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করেছেন।

উক্ত কর্মশালায় শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা তাদের এই অভিমতকে বাস্তবায়ন করার জন্য সারাদেশে বেসরকারী ও স্থানীয় উদ্যোগে অধিক হারে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশও করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে আইনগত বিভিন্ন জটিলতাকে সহজসাধ্য করে তোলা সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞগণ দাবী জানিয়েছেন। তাঁদের সুপারিশসমূহের মধ্যে প্রথম শ্রেণী হতে ইংরেজী চালু না করে তৃতীয় শ্রেণী হতে ইংরেজী চালু, বর্তমানের শিশু শিক্ষা পদ্ধতি বহাল রাখা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করার সুপারিশগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশমালার মধ্যে রয়েছে '৯০-এর দশকের মধ্যে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করা, শিক্ষা খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অধিক হারে মহিলাদের নিয়োগ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও জবাবদিহির ব্যবস্থা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা।

সুপারিশসমূহ খুবই সুচিন্তিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে একটি জাতির শিশু শিক্ষা পদ্ধতি যখন প্রণয়ন করা হয় তখন উত্তম দিকগুলোই বিবেচনা করে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এসব সুনীতি বাস্তবায়নের পথেও মারাত্মক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। এ জটিলতা সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ গরীব পিতা-মাতার দিক থেকে। যে বয়সে ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে, গরীব অভিভাবকেরা সে বয়সে তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে কর্মক্ষেত্রে পাঠাতে বাধ্য হয়।

এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো ছাড়া সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হলেও তা হয়তো সার্বজনীন রূপ লাভ নাও করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা চাই দেশের প্রতিটি ছেলে-মেয়ে শিক্ষা লাভ করুক। এ জন্যই তাদের শিক্ষা লাভের সুষ্ঠু ব্যবস্থাও থাকতে হবে। বর্তমান শিশু শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা রদবদল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি এবতেদায়ী মাদ্রাসার কথাও উল্লেখ করতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ যেমন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে, এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীগণও তেমনি উচ্চ বিদ্যালয়ে সম-শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে। বর্তমানে দেশে প্রায় ২০ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসাকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন এবং স্থানীয় উদ্যোগে আরো অধিক হারে এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার যাবতীয় সুযোগ দান একান্ত অপরিহার্য। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে এবং এ কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে হলে দেশের সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। স্থানীয় জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বিষয়টির প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।